চাকরিতে কোটা নিয়ে সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের আলোকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে: আইনমন্ত্রী

বাসস- আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক এমপি বলেছেন, সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের আলোকে সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা- স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, স্ব-শাসিত ও সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের এবং বিভিন্ন কর্পোরেশনের চাকরিতে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের বিদ্যমান কোটা পদ্ধতি সংশোধন করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

তিনি আজ রাজধানীর গুলশানে তার সরকারি বাসভবনে এক ব্রিফিংয়ে একথা জানান। এ সময় শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল, জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ এ আরাফাত, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরী এবং আইন ও বিচার বিভাগের সচিব মো. গোলাম সরওয়ার উপস্থিত ছিলেন।
আইনমন্ত্রী বলেন, চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধা ভিত্তিক ৯৩ ভাগ, মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনার সন্তানদের জন্য ৫ ভাগ, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ১ ভাগ এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের জন্য ১ ভাগ কোটা নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্ধারিত কোটায় যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে শূন্যপদসমূহ সাধারণ মেধা তালিকা থেকে পূরণ করা হবে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২০১৮ সালের ৪ অক্টোবর জারি করা প্রজ্ঞাপন রহিত করা হয়েছে। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।
আইনমন্ত্রী বলেন, কোটা সংস্কার নিয়ে আন্দোলনকারীদের দাবি পূরণ করা হয়েছে। তাদের দাবি ছিল আন্দোলন করতে গিয়ে যারা আহত হয়েছেন তাদের চিকিৎসা নিশ্চিত করা। মন্ত্রী বলেন, যেসব শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন তাদের চিকিৎসার বিষয়ে সরকার দেখভাল করবে। তাদের আরো একটি দাবি ছিল আন্দোলনে সহিংস ঘটনায় আনা মামলায় যেসব শিক্ষার্থীকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে তা থেকে তাদেরকে মুক্ত করা।